বেওয়ারিশ মানুষ ও ক্ষুধার্ত সারমেয়

রোকেয়া ইসলাম

তাম্রলিপি

বেওয়ারিশ মানুষ ও ক্ষুধার্ত সারমেয়
রোকেয়া ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭০৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আরিফুল হাসান

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৪০০.০০

Bewarish Manush O Khhudharta Sarmaya
By : Rokeya Islam
First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 400.00 $12

ISBN : 978-984-97437-2-9

উ ৎ স র্গ

মাতৃজঠের স্বজনেরা
নিলুফা জামান
সাবিনা ইসলাম
মীর নাসিমুল ইসলাম
মীর মাহফুজুল ইসলাম
মীর নাজমুল ইসলাম
শাহানা ইসলাম
রুকসানা ইসলাম

সূচি

ঘরহীন মানুষ ঘরে ফিরে না ৯
ভোরের আলো লাগলো চোখে ২০
অরূপের রূপকথা ২৯
আব্বাস আলী আকন্দের এক দিন.....৩৭
মেঘরঙা মেয়ে ৪৬
সূর্যালোকে শিশির.....৫৯
বেওয়ারিশ মানুষ ও ক্ষুধার্ত সারমেয় ৭৩
প্রতীক্ষা.....৭৮
উপড়ে নেয়া শেকড়টান.....৮২
স্মৃতির এক পশলা বৃষ্টি..... ৮৮
তবুও জোছনা জাগে.....৯৪
তুমি রবে গরবে.....১০১
জোনাকি ও দীর্ঘশ্বাস ১০৬
দখিনা বাতাসে সুস্বাদু উৎসব..... ১১৮

ঘরহীন মানুষ ঘরে ফিরে না

পুরা তিনটা মাস ঘরে বসা। একটা ফুটা পয়সাও কামাই নাই। এতগুলান মাইনসের চলে কেমনে?

জিজ্ঞাসাটা কার কাছে করলো নিজেও জানে না সামাদ। একটা গাছের নিচে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে জোরে শ্বাস টানে, আবার ছেড়ে দেয়।

এতক্ষণে একটু ভালো লাগে। যুদ্ধ করার জন্যও শক্তি লাগে। জীবনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজের দেহের শক্তির সাথে মনোবলও লাগে।

ওরা গরিব– দেহের জ্বালানি শক্তি তেমন জোগান দিতে পারে না ওরা বেঁচে আছে শুধু মনোবলের উপর নির্ভর করে। এই মনোবলটাই পায় কোথা থেকে?

আবারও একটা প্রশ্ন জমা হয়। এবার আশেপাশে তাকায়, কেউ আছে কি না ভালো করে খেয়াল করে।

আশপাশে গাছপালা ছাড়া কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে গাছের ছায়ায়।

দূরের বাড়িগুলো থেকে মানুষের কথার শব্দ ভেসে আসছে।

যাক, কেউ না কেউ তো আছে, দূরে হলেও।

আবার হাঁটতে শুরু করে।

এই যে নিজের মনের উত্তরহীন প্রশ্ন তৈরি হওয়া। গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো কেন?

'কেন' নিয়েই হাঁটতে হাঁটতে উত্তর পেয়ে যায়। বাড়িতে কতগুলো অভুক্ত মানুষ রয়েছে। তাদের জন্য খাবারের জোগার করতে, মানে নিজের জন্য কাজ জোগাড় করতে গিয়েছিল।

কোনটাই হয় নাই। একটা হলে আরেকটা অনায়াসেই হতো।

এই সময় কোথায় পাবে কাজ? কে দেবে কাজ?

সামাদ শহরে গার্মেন্টসে কাজ করত বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। সেখানেই পরিচয় হয় মা-মরা শেফালির সাথে। পরিচয় থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বিয়ে।

বাবা প্রথমে রাজি ছিলেন না বিয়েতে। তার ঘাড়ে তখনো তিন তিনটে অবিবাহিত কন্যা। গোনা বেতনের বেশিরভাগ টাকাই সংসার খরচের জন্য বৃদ্ধ বাবার কাছে পাঠায় সামাদ। নিজে টেনেটুনে চলে।

বিয়ের পর টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে ভেবেই অরাজি তিনি।

মা রাজি হয়ে যায়। সামাদ মেসে কী খায়, না খায়, কে ওর কাপড় ধুয়ে দেয়, বিছানা গুছিয়ে দেয়; কে তার ছেলেটার যত্ন করে কে জানে? বিয়ে করলে অচেনা শহরে তাও ওর একটা সাথি হবে।

কাজি অফিসেই বিয়ে সেরে ফেলে।

বহুদিন বাবা গররাজি ছিলেন। বউ নিয়ে বাড়িতে যাবার সাহস পায়নি।

মা বোনেরাই উদ্যোগী হয়ে বউসহ ওকে গ্রামে নিয়ে আসে।

মা বাবাকে বোঝায় ওরা দুজনেই শহরে কামাই করছে– তাই বাড়িতে টাকা পাঠানো বন্ধ তো হবেই না, উপরন্তু আরও সহজ হবে।

বাবা মুক্তিযোদ্ধা যদিও সরকারি তালিকায় নাম নাই, তবে তিনি তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে গর্ববোধ করেন।

ছেলের টাকার উপর তার অধিকার আছে, দাবি আছে। তাই বলে পরের মেয়ের কষ্টের কামাই হাত পেতে নিতে হবে– বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘদিন মনোকষ্টে ভুগতেন।

মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন জমি বিক্রি করে। সামাদের টাকা হাত পেতে নেননি। খরচের খাত দেখিয়ে দিয়েছে– সামাদই খরচ করছে।

বাবার এই আত্মমর্যাদার বিষয়টি সামাদের খুব ভালো লাগে। হাড় গলে গেলেও কারো কাছে অন্যায়ভাবে হাত পাতেন না।

এই শিক্ষাটা সামাদের ভেতরেও কাজ করে।

তাইতো দুটো ছেলেমেয়েকে মায়ের কাছে রেখেছে ওদের চাকরি করতে সুবিধা হবে বলে। মা খুব আনন্দের সাথে দুই নাতি-নাতনিকে পালছে।

ওদের খরচ বাবদ বেশকিছু টাকা সংসারে দিতে পারে। বাবাও আর মনোকষ্টে দ্বিধান্বিত হন না।

ওরাও নির্ঝঞ্ঝটে শহরে চাকরি করে।

শেফালী দু-তিন মাস পরপর এসে ছেলেমেয়েদের দেখে যায়।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করে ওরা। বাড়িতে পড়ানোর জন্য মাস্টার রেখে দিয়েছে। সংসারে টাকার অভাব থাকলেও ঝামেলাহীন জীবনই যাপন করছিল গার্মেন্টসের জটিল বিপদজনক জীবন সত্ত্বেও।

হঠাৎ করোনা নামক অদৃশ্য এক অণুজীব পাল্টে দিল ওদের জীবন যাপনের চিত্র।

লকডাউনে চলে এল গ্রামে। এক মাসের বেতন গার্মেন্টস মালিকের ব্যাংকে রেখে।

গার্মেন্টস খোলার ঘোষণায় সামাদ আর শেফালী জীবনীশক্তি পানি করে এসেছিল শহরে।

পনেরো দিনের বেতন হাতে ধরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওদের কাজে ডাকবে বলে বিদায় করে দেয়।

এই অসময়ে কোথায় নতুন চাকরি খুঁজবে? বাড়িওয়ালা বাড়িতে উঠতেই দিচ্ছে না।

চাকরি হারিয়ে ফিরে আসে গ্রামে।

হাতের টাকাও শেষ হয়ে যায় শহরে আসা-যাওয়ায়।

শেফালীর কানের দুল জোড়া একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দেয়। বিক্রি যে করতে পেরেছে এই তো বেশি। পাশের গ্রমের এক মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে গিয়েছিল। সে বন্ধকে রাজি হলো না, তাই জলের দরে সেঁধে বেচা।

সে টাকায় চলেছে বেশ কয়েকদিন। চলা মানে দিন টেনে রাতের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। রাত নিয়ে আসে ভোর। ভোরের সূর্য নিয়ে আসে ক্ষুধা, আতঙ্ক, অনিশ্চিয়তা।

আজ সামাদ নিরুপায় হয়ে গিয়েছিল উপজেলায়। ব্যর্থ হয়ে ফিরছে এখন।

সন্ধ্যায় পা টিপেটিপে বাড়িতে ঢুকতেই দেখে মা রান্না করছে, শেফালী কাটাকুটি করছে।

অবাক যতটা না তারচেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়ে চুলার কাছে যায়।

দূর থেকে শুনতে পায় শাশুড়ি– বৌ কথা বলছে।

-মা. কদুর ছালুন হইলে আপনে ঘরে যান।

আমি ব্যাবাক সাইরা ফালামুনে।

-হ, তাই যামুনে।

বলেই কুপির আলোতে দেখে ওদের কাছে সামাদ নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

-ওমা! তুই কম্বে আইলি? যা বাজান, আত পাও ধুইয়া ল। বৌ, ওরে পানি আওগাইয়া দেও।

হাত-পা ধুয়ে ঘরে যেতেই ছেলেমেয়ে দুটো গলা জড়িয়ে ধরে আব্বা আব্বা বলে। পাশের চৌকিতে বসে বাবা মাগরেবের নামাজ শেষ করে বসে তজবি গুনছেন মনে মনে।

হারিকেনের স্বল্প আলোতে দেখে বাবার ঠোঁট দুটো নড়ছে, চোখ দুটো ভক্তিতে আধো বোজা।

কী নামে ডাকছেন বাবা তার সৃষ্টিকর্তাকে। কী বলছেন তাঁর কাছে।

এই যে ওদের বাড়িঘর নদীতে নিয়ে গেছে, ওরা বাঁধের নামায় অস্থায়ী ঘর তুলে আছে তার জন্য নালিশ, না মুক্তিযুদ্ধ করে সনদ পায়নি তার জন্য কোনো অভিযোগ, নাকি করোনা নামক মহামারিতে সারা দুনিয়ায় বিপদ, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আবেদন। কী বলবেন তার আজীবন সংগ্রামী বাবা তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে।

-আব্বা কিছুমিছু আনছো আমগো লিগা।

চমক ভেঙে দেখে মেয়েটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অসহায়ত্ব গ্রাস করে, লজ্জিত ভঙ্গিতে তাকায় ছেলেমেয়েদের দিকে। ভেঙে যেতে থাকে সামাদ।

-আইছোস সামাদ? বয় আমার কাছে।

বাবার ডাকটা উদ্ধার করে সামাদকে। বাবার কাছে গিয়ে বসে।

-দেখছোস পানি বাড়তাছে কী চোটে?

-দেখছি। কইমা যাইবনে।

-নারে বাজান, গতিক ভালা ঠেকতাছে না। উজানি বাও গেছে আসমান দিয়া। হেইডি যহন ফিরব তহন তো দ্যাশ দুইন্ন্যা তলাইয়া না যায়!

-অত চিন্তা কইরো না। বাঁধ আছে না?

-বাঁধটাই ভরসা। তয় বাবা, কতা অন্য জায়গায়। কাঁচা বাঁধ তো থাকব না। ট্যান্ডার হইয়া গেছে। যহন কাম শুরু করব তখন তো ঘরবাড়ি এহান রাখব না। সরাইয়া ফালান লাগব।

সামাদ অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে বাইরে।

-কিছু চিন্তা করলা বাবা?

-দেহি কি করন যায়। করন তো লাগবই একটা কিছু।

সকালে দরজা খুলতেই একঝাঁক কিচিরমিচির শব্দ উঠোন তাকায়। মুরগির খোপ খুলে দিয়েছে মা। হাঁস-মুরগি হুড়মুড়িয়ে বেড়িয়ে পড়ে। গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ হাঁস-মুরগির বহরে সদস্য সংখ্যা কম মনে হচ্ছে।

গত রাতের ভাতের রহস্য ফাঁস হয়ে যায় ওর কাছে। উঠোনের কোনায় খুঁটায় বাঁধা ছাগল ভ্যাবায়। শব্দ অনুসরণ করে চোখ যায় সামাদের। এখানেও গতদিনগুলো থেকে স্বল্প সংখ্যক। মা ছাগলটাকে দেখতে পায় না। ছোটো দুটো বাচ্চা ম্যা ম্যা করছে।

ততক্ষণে মা বাসি কাজকর্ম সেরে উঠোনের কোণে গাছের ছায়ায় বসে জিড়িয়ে নিচ্ছে। শেফালী চুলো ধরিয়ে রান্নাটা শেষ করছে।

দিন শুরুর সময়টা হঠাৎ সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে।

-হায় আল্লাহ! কী হইলো বিয়ানকালে? এমুন আন্ধাইর রাইত নাইম্যা আইলো ক্যা? ও বৌ তুমার রান্ধনের কতদূর।

-ডাইলডা সুম্বার দিলেই রান্ধন শ্যাষ।

-তাইলে আইসাল নিবাইয়া গরে যাও গিয়া।

মা শেফালীকে কাজের নির্দেশ দিয়ে নিজে দ্রুত হাতে ছাগল-গরু ঘরে তুলে উঠোনে ফিরে আসে।

-হায় হায়! এইডা কী হইলো? এই অসুময়ে তুফান উইঠা আইলো ক্যা।

সামাদ উঠানে দাঁড়ায়। বাতাসে ধুলোয় চারদিক আঁধার করে দেয়। একটু পরে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়।

বৃষ্টি শুরু হতেই বারান্দায় দাঁড়ায়। ওর বুকের ভেতর অজানা কাঁপন টের পায়। করোনার সাথে সাথে অভাব চারপাশের খারাপ সময়ের সাথে যুদ্ধ করছে। তবুও আজকের এই কাঁপনটা অন্যরকম।

বাঁধের উপর অনেক মানুষের শোরগোল পাওয়া যায়। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে সড়কে যায়। মা ওর পেছনে পেছনে এসে দাঁড়ায়।

-আচুক বিষয়, কুনুদিন এমুনটা দেহি নাই। কী গজব নাজেল হইলো কও দেহি।

সামনের বিশাল জলরাশি বাতাসের তোড়ে ফুলে উঠে আছড়ে পড়ছে বাঁধ উপচে এপাড়ে। সামনের জলরাশিকে বাতাসের বাদ্যের সাথে নাচতে দেখে মনে হচ্ছে জলদৈত্য হুংকার দিয়ে এপাড়ে হামলে পড়ছে।

দেখতে দেখতে পুরো গ্রামসহ আশেপাশের গ্রাম ভেঙে মানুষ ভিড় করে।

বৃষ্টিকে কেউ তোয়াক্কা করছে না। এ তো সামান্য বৃষ্টি। এ ছিঁটে গায়ে লাগলে তেমন কিছুই হবে না। কিন্তু এ জলোচ্ছ্বাস না থামলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ওরা কেউ কখনো এমন ঝড়-জলোচ্ছ্বাস দেখেনি। শুধু টিভিতে দেখেছে।

এ এলাকা সমুদ্র উপকূলবর্তী নয়।

ওরা নদী ভাঙন দেখেছে। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে যেতে দেখছে।

সে ভয়ংকর মোলায়েম সত্যের কাছে আজকের এই কঠিন ভয়ংকর সত্য মহাবিপর্যয় রোজ কেয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে নাজিল হয়েছে।

-ব্যাকেই আল্লাহরে ডাকো। আজান দ্যাও জোরে জোরে। আজান দ্যাও।

-হুজুর, হিন্দুরা কী করব?

মহা আপদের দিনে আরেক সমস্যার কথা নিয়ে হাজির হয় সামাদ। সরু দৃষ্টিতে তাকায় হুজুর সামাদের দিকে।

-হ্যারা হ্যাগো মতোন ডাকুক। আমরা মুসলমানগো বাঁচনের কতা ভাবি এই গেরামের ভালোার কতা ভাবি।

-হ্যারাও তো আমাগো গেরামের মানুষ। হ্যাগো কতাও ভাবন লাগব। হ্যাগো ক্ষতি মানে গেরামের ক্ষতি।

-তুমি মিয়া দুইদিন শহরে থাইকা খুব বুঝনদার হইছো। গেরামের ভালো-মন্দ তুমি কী বুঝবা?

পেছন থেকে এগিয়ে আসে মেম্বারের ছোটো বৌয়ের মেজো ভাই।

-হ্যায় গেরামের ভালোমন্দের কী বুঝব? হ্যারাতো এই গেরামেরই না। নদী ভাঙা। উঠুলি আইছে। বাঁধের নামায় বাড়ি কইরা থাহে।

-তাইতো কই গেরামের ভালো বুঝবার হে ক্যারা। হ্যাগো তো পুড়ানি নাই। আইজ নদী ভাইঙ্গা আইচে, কাইল ঐ বানে ভাইসা চইলা যাইব। গেরাম আমাগো। ভালো মন্দ আমরা বুঝুম।

-আইচ্ছা তুমরা থামবা নাকি হুদাই নাই কতা নিয়া ক্যাচাল করবা।

পেছন থেকে এগিয়ে আসে কাসেম মিয়া।

-আপনে থামেন। দ্যাখলেন না হুজুরের উপর দিয়া কত বড়ো একহান কতা কইয়া ফালাইলো। গেরাম বিষয়ে হে কতা কওনের ক্যারা?

মেম্বারের শ্যালকের গলাটা চড়া।

-ক্যারা কতা কওনের পরে দেহন যাইবনে। আগে তো গেরাম বাঁচুক।

এতক্ষণে খেয়াল করে ঝড়ের মাত্রা বেড়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাস আরও উঁচু হয়ে পানি বাঁধের উপর দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করছে।

-হুজুর আজান দেন জোরে জোরে। নিবারন, তুমরা তুমাগো ভগবানরে ডাকো।

সামাদ তাকিয়ে থাকে কাসেম মিয়ার দিকে। আসন্ন সংঘাত কী চমৎকার করে মিটিয়ে দিয়ে সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করালো। তবুও দুটো দলেই বিভক্ত হয়েই যার যার প্রিয় নামে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে থাকে।

জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বাতাসের গতির সাথে সাথে কমতে থাকে। সৃষ্টিকর্তা ডাক শুনেছে মনে করে খুশি হয়ে আরও জোরে জোরে ডাকতে থাকে।

বাতাসের গতিবেগ একেবারেই থেমে যায়।

তখুনি দৌড়ে আসে সামাদের ছেলে।

-আব্বাগো, তাড়াতাড়ি আহো। দাদায় জানি কিবা করতাছে।

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই সামাদের বাবা পরপারে যাত্রা করেন। আর সাথে সাথে শুরু হলো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দের ভেতর মিশে গেল ওদের হৃদয়ছেঁড়া চিৎকার, কলজে নিংড়ানো কান্না।

ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। যাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ হলো।

হুজুর প্রশ্ন তুললো– মৃত ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত ছিল। তার কবর এই গ্রামে দেয়া যাবে কি?

-তার যে করোনা আছিল এইডা কইলো ক্যারা?

পাল্টা প্রশ্ন গ্রামের আরেক যুবকের। সামাদ শহর থেকে করোনা নিয়ে ফিরেছে এমন একটা কথা বৃষ্টিতে চুপসে গেলেও মৃদু ভেজা বাতাসের মতো গায়ে পরশ বুলায়।

সামাদ গ্রামে ফিরেছে তিন মাসের অধিক চৌদ্দ দিনের কোয়ারান্টিন পার হয়েছে অনেক আগেই।

তর্ক-বিতর্ক খুব একটা জমে না। সবাই ব্যতিব্যস্ত বাঁধরক্ষা নিয়ে। গড়িমসি করেও মসজিদ কমিটির চাপে হুজুর জানাজা পড়ায়, তবে লোকজনের উপস্থিতি হাতে গোনা কয়েকজন।

গোরস্তানে বাবাকে শুইয়ে দেবার আগে বুকের ভেতর বিউগল বেজে উঠে। জাতীয় পতাকার রঙে সয়লাব হয়ে যায় চোখের পবিত্র জলের ঢেউয়ে।

মুক্তিযোদ্ধা বাবা, তুমি সারাজীবন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে জানলে যুদ্ধের কথা বললে, স্বাধীনতার কথা বললে। তোমার বিদায় এমন নির্মমভাবে হলো! কেউ এলো না, হুজুর কোনোমতে দোয়া পড়লো। গোরস্থানে জায়গা

নিয়ে আপত্তি তুললো কেউ কেউ। তোমার যাবার সময় এই স্বাধীন দেশ তোমাকে একটা সালামও দিলো না!

মনের কথাগুলো ভেতরের অদৃশ্য আগুনে চাপা দিয়ে রাখলো।

বাবা মুক্তিযোদ্ধা বললে নানাজনে নানা প্রশ্ন তুলবে। সনদ নেই। তখন মৃত বাবাকে ভুয়া উপাধি নিয়েই যেতে হতো।

রাতে বাঁধের একটা অংশ ভেঙে গ্রাম পানিতে সয়লাব হয়ে যায়।

সরকারি লোকজন নৌকা ভর্তি করে জিও ব্যাগ নিয়ে বাঁধরক্ষার চেষ্টা করে। ততক্ষণে গ্রামবাসীর যা ক্ষতি হবার হয়ে যায়।

উঠোনে পানি ঘরের মেঝেতে পানি।

মা হাঁস, মুরগি, গরু– ছাগল নিয়ে দিয়ে

ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁধের উপর পাঠিয়ে দেয়।

ঘরের ভেতরে চৌকির উপর বসবাস করে ওরা।

-সামাদ ও সামাদ বাইরে আহো কতা আছে। ও সামাদ, সামাদ।

হুজুরের ডাকে চৌকি থেকে লুঙ্গিটা নিতম্ব ছুঁই ছুঁই করে বেঁধে বাঁধের উপরে আসে।

-দেহ তুমাগো শোকের দিন, আর সুময়ও ভালোা না। দেহ মিয়া, আইজ মরলে কাইল দুইদিন। তুমার বাপে মরছে আইজ তিন দিন হইলো।

-হ, জানি। বুকের কেমুন জানি করে! মনে কয় কী জানি নাই।

-আইজ মুল্লা খিলাইয়া দোয়া করনের দিন। তুমার বাপটা মাটির তলে শুইয়া দেখতাছে। একটু দোয়ার লিগা হাত পাইতা রইছে। বুঝলা?

-আমি, আমার বৌ দোয়া করতাছি। আর মায় তো হারাদিনই দোয়া করতাছে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুইলা। কাঁনতে কাঁনতে দুইডা চোখ ফুলাইয়া ফালাইছে।

-তুমি সবসময়ই এট্টু বেশি বুঝ। এত বেশি বুঝা ভালো না। আমি কইলাম মুল্লা খিলাইয়া কোরান হাদিস দেইখা দোয়া পড়নের কতা। আর তুমি কইলা তুমরা কী দুয়া করতাছো হেই কতা। কয়ডা কিতাব পড়ছো? কয়ডা হাদিস জানো?

-আমি মক্তবে কুরআান খতম করছি।

-রাখ মিয়া তুমার কুরআন খতম করনের গপ্প। কুন গেরামে আছিলা তুমরা? কুন তরিকার মুল্লার কাছে কুরআন খতম করছো?